بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৩শে জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগের আরও কিছু দিক তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবচনচরিতের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগের প্রেক্ষাপটে আজ আরও কিছু বিষয় বর্ণনা করব। পূর্বেও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছি, আজ হাদীস এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরব। হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এক রাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। **তিনি (সা.) সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। আমি ভেবেছিলাম, তিনি (সা.) হয়তো ১০০টি আয়াত পাঠ করে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি (সা.) সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করেন। এরপর আমি ভাবলাম, তিনি (সা.) এ সূরা পাঠ সম্পন্ন করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরা আলে ইমরান পাঠ শেষ করেন। এরপর সূরা নিসা পাঠ সম্পন্ন করেন।** তিনি (সা.) অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে থেমে থেমে তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি এমন আয়াত পাঠ করতেন যেখানে খোদার প্রশংসার কথা থাকত, তিনি খোদা তা'লার গুণকীর্তন করতেন। যখন এরূপ আয়াতে পৌঁছাতেন যেখানে কোনো দোয়া থাকত তখন তিনি দোয়া করতেন। আর যখন কোনো আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনার উল্লেখ থাকত তখন তিনি আল্লাহ্র আশ্রয় চাইতেন। তিনি (রা.) আরও বর্ণনা করেন, অতঃপর তিনি (সা.) রুকুতে গিয়ে **সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম** পাঠ করতে থাকেন আর ততটা দীর্ঘ সময় ধরে রুকু করেন যতটা দীর্ঘ সময় তিনি ক্বিয়াম অবস্থায় অর্থাৎ, দণ্ডায়মান ছিলেন। এরপর তিনি **সামিয়াল্লাহু লিমান হামীদা** পাঠ করে দাঁড়িয়ে যান আর রুকুতে অবস্থানের কাছাকাছি সময় যাবৎ দোয়া পড়তে থাকেন। এরপর তিনি সিজদায় গিয়ে **সুবহানা রাব্বিয়াল আলা** পাঠ করতে থাকেন এবং যতক্ষণ ক্বিয়াম করেছিলেন তার কাছকাছি সময় সিজদায় অবনত থাকেন। অতএব, এটি ছিল তাঁর (সা.) নফল নামায পড়ার রীতি।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাতে মহানবী (সা.) নামায পড়ার সময় সূরা ফাতিহা পাঠের পর একটি আয়াত বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। পূর্ববর্তী বর্ণনায় দীর্ঘ সূরা পাঠ করার কথা পাওয়া যায় আর এ বর্ণনায় একটি আয়াত দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। আরেক বর্ণনায় রয়েছে হযরত আবু যার (রা.) বলেন, **মহানবী (সা.) নামায পড়ার উদ্দেশ্যে (রাতে) দণ্ডায়মান হন এবং প্রভাত পর্যন্ত একটি আয়াত পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। এ আয়াতটি ছিল, إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ, যদি তুমি তোমার বান্দাদের শাস্তি প্রদান করো তবে তারা তো তোমারই বান্দা আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তাহলে নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী-পরম প্রজ্ঞাময়।** হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক আরও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি (সা.) লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম করেন, এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকু করেন। পুনরায় উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘসময় ক্বিয়াম করেন, অবশ্য তা প্রথম ক্বিয়ামের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী ছিল। আবার রুকু করেন এবং এ রুকু দীর্ঘ করেন, তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং সিজদাও দীর্ঘক্ষণ করেন। এভাবে তিনি প্রথম রাকাতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকাতে করেন এবং যখন নামায শেষ করেন তখন সূর্য

প্রকাশিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর বলেন, **সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই, যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করবে। তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে এবং নামায পড়বে এবং সদকা প্রদান করবে।** হুযূর (আই.) বলেন, তিনি (সা.) খোদা তা'লার প্রতি ধাবিত হওয়া এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, **এতেই তোমাদের স্থায়িত্ব এবং এতেই তোমাদের জীবন। যদি তোমরা এসব বিষয়ের গভীরতা জানতে যতটা আমি জানি, তাহলে তোমরা হাসি পরিত্যাগ করতে এবং অধিক কাঁদতে আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে।** অতএব, হুযূর (আই.) আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে বলেন, **আমাদের দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত।**

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর দোয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি (সা.) বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের ৩১৯জনের বিপরীতে মুশরিকদের একহাজার সৈন্য দেখে ক্বিবলার দিকে মুখ করে খোদা তা'লাকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে এ দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ্! তুমি মুসলমানদের এ দলটিকে যদি ধ্বংস করো তাহলে ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না।** এই দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ। অর্থাৎ, **যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করেন (এ বলে) যে, আমি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে এক হাজার ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করব।** এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া গ্রহণ করেন এবং এক অলৌকিক বিজয় দান করেন। হযরত উমর (রা.) একদিন মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেন, তিনি (সা.) একটি পাটিতে শুয়ে আছেন। তাঁর (সা.) ঘরে তেমন কিছুই ছিল না, কোনো সাজসজ্জা ছিল না। শুধুমাত্র একটি তরবারি ঝুলন্ত ছিল আর সেই চাটাইটি, যাতে তিনি শায়িত ছিলেন। হযরত উমর (রা.) এটি দেখে কেঁদে ফেলেন। মহানবী (সা.) তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, **রোম ও পারস্য সম্রাট কতো শান শওকতের সাথে জীবনযাপন করছে আর আপনি খোদার রসূল এবং দু'জাহানের বাদশাহ্ হয়েও কীভাবে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন আর আপনার পিঠে এর দাগ দেখা যাচ্ছে!** তিনি (সা.) বলেন, **আমি তো সেই মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন করি, যে উটে চড়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।**

মহানবী (সা.) যখন তাঁর বংশের লোকদের কাছে তবলীগের কাজ শুরু করেন তখন কুরাইশরা আবু তালিবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে তবলীগ করা থেকে বিরত থাকতে বলুন। তখন তিনি মহানবী (সা.)-কে ডেকে বলেন, আমার ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার সাধ্য আমার নেই। তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, **হে আমার চাচা! আপনি চাইলে আমাকে পরিত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে বিরত হতে পারব না।** একথা শুনে তাঁর চাচা তাকে বলেন, হে আমার ভাতিজা! তুমি যা চাও করো। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোনো কিছুর বিনিময়ে তোমাকে তাদের হাতে সোর্পদ করব না। অনুরূপভাবে তিনি (সা.) কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করতেন না। যেমন, মক্কায় লোকদের প্রচণ্ড বিরোধিতা ও অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত মক্কা থেকে হিজরত

করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি (সা.) মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে বললে সাহাবীগণ (রা.) নিবেদন করেছিলেন, যেন তিনিও তাদের সাথে যান। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনুমতি দেননি। তাই তিনি (সা.) নিজে মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লার বাণী শুনলেই তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, একবার মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, তুমি কুরআনের কিছু অংশ আমাকে পাঠ করে করে শোনাও, কেননা আমি অন্যদের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করতে পছন্দ করি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি তিলাওয়াত শেষ করার পর লক্ষ করি, তাঁর চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু বেয়ে পড়ছে। আবু তালেবের ইন্তেকালের পর কুরাইশরা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন করতে শুরু করলে তিনি (সা.) একবার তায়েফে যান। সেখানে তিনি ১০ দিন অবস্থান করে তবলীগ করতে থাকেন, কিন্তু কেউ তাঁর বাণী গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে তায়েফের নেতারা এটি ভেবে যে, যুবকরা আবার তাঁর কথা বারবার শোনার ফলে তাঁকে মেনে না বসে— বখাটে ছেলেদের মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে তারা তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দেয়। এটি দেখে হযরত জীবরাঈল (আ.) তাঁকে বলেন, পাহাড়ের ফিরিশ্তা আপনার কাছে এসেছে। আপনি যা চান তাকে নির্দেশ প্রদান করুন। আপনি চাইলে তারা তায়েফবাসীদের ওপর এই পাহাড় দু'টি ধ্বসিয়ে দিতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, **না। আমি আশা রাখি, আল্লাহ্ তাদের বংশধরদের মাঝে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না।** আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের পর বাস্তবেই এমনটিই হয়েছে অর্থাৎ, তাদের সন্তান-সন্ততিরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মহানবী (সা.)-এর উচ্চমর্যাদার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **সেই সর্বোচ্চ স্তরের নূর (বা জ্যোতি) যা ইনসানকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ, ইনসানে কামেলকে দেয়া হয়েছে যা ফিরিশ্তাদের মাঝে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না; যা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে ছিল না, নদ-নদীতে ছিল না, ছিল না মুক্তমাণিক্যে, পান্নাতে আর মতিতেও; তা ছিল কেবল ইনসানের মধ্যে অর্থাৎ, ইনসানে কামেলের মধ্যে। যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীদের নেতা, অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা— মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।**

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে এভাবে মহানবী (সা.)-এর শান ও মর্যাদা উল্লেখ করেছেন, তথাপি বিরোধীরা এ কথা বলে যে, আমরা নাকি তাঁর অবমাননা করি এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর ওপর প্রাধান্য দেই, নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুষ্কৃতি থেকে প্রত্যেক আহমদীকে সুরক্ষিত রাখুন। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথে চলার মাধ্যমে গ্রহণীয় দোয়া করার সামর্থ্য দিন এবং এমন মু'মিন হওয়ার তৌফিক দান করুন, যে পরিপূর্ণ অর্থে দোয়াকারী হবে এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শে পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করতে থাকবে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)